ভিপি নুরের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

বিশ^বিদ্যালয় প্রতিবেদক ৩ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩ এপ্রিল ২০১৯ ০৯:০২

ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হল সংসদের স্বতন্ত্র এক ভিপি প্রার্থীকে মেরে রক্তাক্ত করার ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিকালে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিচার চাইতে গেলে তাদের ওপর বৃষ্টির মতো ডিম নিক্ষেপ করা হয়। পরে নুরকে হল প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে রাখেন হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

হল সূত্র জানায়, সোমবার রাতে হল সংদের ভিপি প্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মো. ফরিদ হাসানকে পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেন হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গুরুতর আহতাবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন তিনি। তার কপালের ডান পাশ থেকে ডান কান পর্যন্ত ৩২টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন।

এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিকালে ভিপি নুরের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল শেষ করে সন্ধ্যার দিকে তারা এসএম হল প্রাধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ দিতে যান। এ সময় তাদের ওপর ডিম ছুড়ে হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। হল ছাত্রলীগ নেতা সায়েমের নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করারও অভিযোগ উঠেছে। একইসঙ্গে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসএম হলে জড়ো হয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

পরে ভিপি নুরসহ কয়েকজন প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে আশ্রয় নেন। এ সময় হলে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তারা অবরুদ্ধ ছিলেন। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আলম জোয়ার্দার পরে তাদের নিয়ে বেরিয়ে যান। তখন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পেছন পেছন গিয়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। সেই সঙ্গে নুর ও অন্যদের ওপর আবারও ডিম নিক্ষেপ করেন। এর প্রতিবাদে নুরসহ অন্য শিক্ষার্থীরা বিশ^বিদ্যালয় উপাচার্যের বাসভনের সামনে অবস্থান নেন।

সেখানে ভিপি নুর বলেন, ‘আমরা সন্ত্রাসীদের বিচার চাই। সেই সঙ্গে অছাত্রদের হল থেকে বের করতে হবে। আজকে (মঙ্গলবার) রাতের মধ্যেই প্রত্যেক হলের বহিরাগত এবং অছাত্রদের বের করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বের না করা হবে এবং হামলার বিচার না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করব।’

এর আগে বিকাল ৪টার দিকে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এক মানববন্ধন হয়। তাতে সংহতি জানাতে গিয়ে ভিপি নুর তিন দিনের মধ্যে ফরিদের হামলাকারীদের বহিষ্কারের দাবি জানান। নুর বলেন, ‘এ সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে যারা জড়িত, তিন দিনের মধ্যে সিন্ডিকেট মিটিং ডেকে তাদের বহিষ্কার করতে হবে। যদি বহিষ্কার করা না হয় তিন দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। শিক্ষার্থীরা অনেক নির্যাতিত হয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে, অনেক লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু একটা অভিযোগের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’

মানববন্ধনে ডাকসুর স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী অরণী সেমন্তি খান, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি উম্মে হাবিবা বেনজির, কোটা সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খান, সোহরাব হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে এসএম হলের দিকে যায়।

এদিকে মারধরের বিষয়ে ফরিদ বলেন, ‘আমি রাত ১১টার দিকে রুমে ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় ছাত্রলীগের কয়েকজন লাঠিসোটাসহ আমাকে ডেকে মেসের ডাইনিংয়ে নিয়ে যান। সেখানে হল ছাত্রলীগের সভাপতি তাহসান আহমেদ রাসেল, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান তাপস, সাবেক নেতা মিজানুর রহমান পিকুলসহ হল কমিটির প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। তোর সাহস তো কম নয়, এখনো

হলে থাকিস, এই বলে আমাকে ব্যাপক মারধর শুরু করেন তারা। সেখান থেকে মারতে মারতে হল গেটে নিয়ে গিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। এ সময় আমাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যেতেও সাহস করেনি। পরে আমি একাই হাসপাতালে যাই।' তিনি জানান, হল সংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। তবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা তাকে শাসিয়ে ও হুমকি-ধমকি দেওয়ায় প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

এ বিষয়ে হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি তাহসান আহমেদ রাসেল বলেন, 'তাকে মারধরের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা যতদূর জানি তার রুমে মাদক পাওয়া গিয়েছিল। তাই হলের প্রায় চারশ শিক্ষার্থী তাকে হল থেকে বের করে দেওয়ার জন্য হল প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দেয়। পরে হল প্রশাসন তার রুমটি সিলগালা করে দেয়। সে এখন হলে থাকে না। সোমবার হলে এলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাকে মারধর করেছে বলে আমরা শুনেছি।' এ সময় মিজানুর রহমান পিকুল সেখানে উপস্থিত ছিলেন না বলে তিনি দাবি করেন।

বিশ্ববিদালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসুর এজিএস সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

এ বিষয়ে এসএম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহবুবুল আলম জোয়ার্দার বলেন, 'ফরিদের বিরুদ্ধে আগে কিছু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলোর সত্যতা যাচাই করতে হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি করা হবে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রক্টর বরাবর অভিযোগ : ফরিদ হাসানকে মেরে রক্তাক্ত করার ঘটনায় প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে অরণি সেমন্তি খানসহ কয়েকজন তার পক্ষে এ অভিযোগ দেন। এতে বলা হয়, 'সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এসএম হলের ওয়াসিফ হাসান পিয়াসের নেতৃত্বে পাঁচজন আমাকে হলের মেস ঐতিহ্য ডাইনিং রুমে নিয়ে যায়। সেখানে ছাত্রলীগের হল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালিয়ে আহতে করে আমাকে হলের বাইরে ফেলে রাখে। বর্তমানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন।'

এ ঘটনায় তিনি 'অপরাধী-সন্ত্রাসীদের' যথোপযুক্ত শাস্তি দাবি করেছেন। অভিযোগপত্রে হামলাকারী পাঁচজনের নামও সংযুক্ত করেছেন তিনি। তারা হলেনÑ ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ও হল ছাত্রলীগের সহসভাপতি ওয়াসিফ হাসান পিয়াস, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের ছাত্র ও হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল হোসেন, ফার্সি বিভাগের মুজাহিদ, সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র ও হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সানাউল্লাহ সায়েম এবং পরিসংখ্যান বিভাগের সাব্বির। তারা সবাই ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র।

শেয়ার ফেসবুক